বুস্তানুল আরিফীন গ্রন্থের অনুবাদ

সান্নিধ্যের সৌরভে

ইমাম নববি رحمه الله

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
অনূদিত

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

অনুবাদকের কথা ১১

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১২

গ্রন্থকারের ভূমিকা ১৫

দুনিয়ার আসল চিত্র..... ১৬

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়..... ১৮

কুরআনের আলোকে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ২০

হাদিসের আলোকে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ২১

নিয়তের অর্থ ২৩

উলামায়ে কেরামের পছন্দসই কর্মপদ্ধতি ২৪

ইসলামের ভিত্তিসুলভ কয়েকটি হাদিস ২৫

ইখলাস নিয়ে পুণ্যবানদের অমীয় কথা ৪১

ওলিদের নিদর্শন তিনটি, ইয়াকিন, ইখলাস এবং তাওয়াক্কুল।..... ৪৪

উপদেশের কার্যকারিতা ৪৭

الصدق। (সত্যবাদিতা) ৪৮

সকল কাজে নিয়তের বাস্তবায়ন ৫০

নিয়ত অনুযায়ী পুণ্য ও পাপের লিপিকরণ..... ৫২

নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থান ৫২

হিজরত ৫৩

বর্তমান সময়ে কুফর রাষ্ট্র থেকে হিজরত প্রসঙ্গ.....৫৩

আল্লাহওয়ালাদের বিভিন্ন উপদেশ ৫৩
আবু মায়সারা তাবেয়ি রাহিমাহুল্লাহ ৫৩
ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ..... ৫৪
হাম্মাদ ইবনে সালামা রাহিমাহুল্লাহ ৫৪
আহমদ ইবনে আবি হাওয়ারি রাহিমাহুল্লাহ রচিত যুহদ গ্রন্থে থেকে ৫৪
সালাতের জন্য রুটি খাওয়া ৫৫
মনের বিশুদ্ধতার প্রভাব ৫৫
উত্তম বিনিময় ৫৫
স্বপ্নযোগে সুফিয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ-কে দেখা..... ৫৫
ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাহিমাহুল্লাহু ৫৬
আবুল হাসান ওয়াইজ রাহিমাহুল্লাহ ৫৬
আবু আবদিল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ ৫৬
কাসিম জুই রাহিমাহুল্লাহ..... ৫৭
আবু বকর যাক্কাক রাহিমাহুল্লাহ ৫৭
অবিচ্ছিন্ন বংশ..... ৫৭
আল্লাহর জন্য নিয়ত.....৫৮
সুফি ও শ্রমিক.....৫৮
হাম্মাদ ইবনে সালামা রাহিমাহুল্লাহ ৫৮
নির্ভীক সংলাপ..... ৫৯
স্বপ্নে হাম্মাদ ইবনে সালামা রাহিমাহুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ..... ৬১
তিনটি কথার সমন্বয় ৬১
জ্ঞান অর্জনে সাধনা..... ৬২
জ্ঞান অর্জনে লজ্জাবোধ ৬৩
নেতৃত্বের আগে জ্ঞান অর্জন ৬৩

গুনাহ ও অপদস্থতা ৬৪
সাহল রাহিমাহুল্লাহ ৬৪
হে দাউদ! ৬৪
সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু ৬৪
ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ ৬৫
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ ৬৫
আবু সুলাইমান দারানি রাহ.-কে স্বপ্নে দেখা ৬৫
মারুফ কারখি রাহিমাহুল্লাহ ৬৬
ইবরাহিম ইবনে আদহাম রাহিমাহুল্লাহ ৬৬
রিবঈ ইবনে খেরাশ রাহিমাহুল্লাহ ৬৬
তালহা ইবনে মুসাররিফ রাহিমাহুল্লাহ ৬৭
উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু ৬৭
ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহ ৬৭
জাফর খুলদি রাহিমাহুল্লাহ ৬৮
আবু সুলাইমান দারানি রাহিমাহুল্লাহ ৬৯
ইবনে শিহাব যুহরি রাহিমাহুল্লাহ ৬৯
উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি পত্র ৬৯
আবু উসমান নাহদি রাহিমাহুল্লাহ ৭০
জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু ও শিহাব রাহিমাহুল্লাহর ঘটনা ৭০
দ্বীন নিয়ে হাসাহাসি করার পরিণতি ৭২
প্রথম ঘটনা ৭২
দ্বিতীয় ঘটনা ৭২
তৃতীয় ঘটনা ৭২
চতুর্থ ঘটনা ৭৩

আল্লাহ তায়ালার নারাজির লক্ষণ ৭৩
আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যের নিকটতম রাস্তা..... ৭৪
উত্তম ভাণ্ডার হলো তাকওয়া, আর ক্ষতিকর ভাণ্ডার হলো বিদ্বেষ। ৭৪
নিষ্ঠাবান ছাড়া লৌকিকতা বুঝবে না। ৭৫
বারো বছর কামার ৭৫
হে যুবসমাজ! ৭৭
সরকারি দায়িত্ব এড়ানোর কৌশল ৭৭
সুখে দুঃখে একই অবস্থা ৭৮
শিক্ষকের আনুগত্য ৭৮
ছেলেকে উপদেশ ৭৮
বিরহ-বেদনায় সান্ত্বনা ৭৮
স্বপ্নদোষের কারণ ৭৯
বাকপটুতা ৭৯
ওলিদের কারামাত ৮০
কুরআনে কারিমে কারামাত প্রসঙ্গ..... ৮১
মারইয়াম আলাইহাস সালামের খাবার ৮১
সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথি ৮২
বিবিধ কাহিনি ৮২
হাদিসের ভাষ্যে কারামাত ৮৩
বাতিসদৃশ একটি জিনিস.....৮৩
গর্তে আশ্রয় ৮৩
দুধের শিশু ৮৪
অন্তর্দৃষ্টিবান মানুষের অস্তিত্ব ৮৪
খুবাইবের কাহিনি ৮৪

মুতাযিলার ভ্রান্তির খণ্ডন.....৮৫
মুজিযা ও কারামাত ৮৬
সেহের ও কারামাতের পার্থক্য ৮৬
ওলি হলে কি নিজে নিজে বোঝা যাবে ৮৮
ওলির জন্য কারামাত জরুরি নয় ৮৮
নবীদেরই কারামাত ৮৯
ওলিকে কি নবীর চেয়ে বেশি মর্যাদা দেয়া যাবে? ৯০
কারামাতের প্রকার.....৯০
ওলি শব্দের বিশ্লেষণ ৯০
'সালেহ' (সৎকর্মশীল) লোকের অর্থ ৯১
ওলি কি 'মাসুম'? ৯২
ওলি কি খোদাভীতি হারাতে পারেন? ৯২
ওলি কি পরীক্ষামুক্ত হতে পারেন? ৯৩
আত্মনিয়ন্ত্রণের অবস্থায়.....৯৩
আবু জামজাম কে ৯৪
শ্রেষ্ঠ কারামাত ৯৫
আল্লাহর দর্শন..... ৯৫
জীবনের শেষপ্রান্তে ওলায়াত হারাতে পারেন? ৯৬
মাওয়াহিব ৯৬
আবু মুসলিম খাওলানি রাযিয়াল্লাহু আনহু..... ৯৭
খাওলানি রাযিয়াল্লাহু আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী.....৯৮
খাওলানি রাযিয়াল্লাহু আনহুর কিছু কারামাত ৯৮
আবু মুসলিম ও উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ১০০
আবদুল ওয়াহিদ ইবনে জায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু.....১০১

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুস্তরি রাহিমাহুল্লাহ.....১০২
আবুল খায়র তিনইয়াতি রাহিমাহুল্লাহ.....১০২
আনন্দদায়ক গল্প.....১০২
সুলাইমান ইবনে হারব রাহ.....১০৩
কাজি আবু আবদিল্লাহ মাহাল্লি রাহ. ১০৩
বরকতের কাপড় ও খিরকা.....১০৩
যে সেবা করে ১০৪
মুহাযযাব গ্রন্থকার ১০৪
অল্পকে বেশি দেখা..... ১০৪
মৃত্যুর স্বরূপ ১০৫
স্বপ্ন থেকে শিক্ষা ১০৫
আবু ইয়াকুব কাররামি রাহ..... ১০৬
পুস্তক রচনা ও অধ্যয়ন ১০৭
আবদুল্লাহ ইবনে উমর কাওয়ারিরি ১০৭
মহিলার কুরআন মুখস্থ করা.....১০৭
‘তানবিহ’.....১০৭
ইমাম গাযালি রাহ. ১০৭
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার.....১০৭
৭০ খণ্ড গ্রন্থ রচনা ১০৮
একই কলম দিয়ে ৬ খণ্ড ১০৮
কুরআন শরিফ খতম.....১০৮
আল্লাহ তায়ালার স্মরণকারী..... ১০৯

গুনাহ ও অপদস্থতা

জুনাইদ রাহ. বলেন, 'যতক্ষণ আমার ভয় হয় যে, জমিন আমাকে গ্রহণ করবে না, আমি অপদস্থ হব, ততক্ষণ যেন আমার মরণ না হয়।' সিররি রাহ. বলেন, 'আমি প্রতিদিন দুইবার স্বীয় নাকের দিকে তাকাই এই ভয়ে যে, গুনাহর কারণে কি আমার মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেল!'

হুসাইন রাহ. বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম প্রতিভা হলো বুদ্ধি, আর নিকৃষ্ট বিপদ হলো অজ্ঞতা।'

বিশর ইবনে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তারা (আল্লাহ ওয়ালারা) ভোগের জন্যে খাবার খেতেন না, বিলাসিতার জন্যে কাপড় পরতেন না। এটি হলো আখেরাতের রাস্তা। নবী-রাসূল এবং সকল যুগের নেক লোকজন এ পথ অবলম্বন করে চলেছেন। এর বাহিরে যে সফলতা খুঁজবে সে তো বিভ্রান্ত ও প্রতারিত।'

সাহল রাহিমাহুল্লাহ

সাহল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে অন্তর আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কিছুতে শান্তির সন্ধানে লাগবে, তার জন্য ইয়াকিনের সুঘ্রাণ পাওয়া অসম্ভব, নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যে অন্তরে আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় কোনো কিছু বিরাজ করে তাতে নূরের প্রবেশ অসম্ভব।'

হে দাউদ!

বিশর ইবনে হারিস রাহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা দাউদ আলাইহিস সালামকে বললেন, 'হে দাউদ, তোমার এবং আমার মাঝে মোহগ্রস্ত কোনো আলেমকে রেখো না। সে আসক্তি দিয়ে আমার ভালোবাসার পথ থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। ওরা হলো আমার ভৃত্যদের পথের ডাকাত।

আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে নিরাপত্তা কামনা করি।'

সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু

সালমান রাদিয়াআল্লাহু আনহু বলেন, 'দুর্বল লোকের প্রতি আল্লাহ তায়ালার যে করুণা ও সাহায্য আছে, তা যদি মানুষ বুঝত, তাহলে তারা তার অবহেলা করত

না।

ইমাম শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ

শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যুহুদ আঁকড়ে ধর। যুবতী মেয়ের অলংকারের চেয়েও যাহিদ লোকের যুহুদের সৌন্দর্য অনেক বেশি।'

রাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, 'হে রাবি, অহেতুক বিষয়ে কথা বোলো না। তোমার মুখ থেকে যে কথা বের হবে, এটি তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু তার ওপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।'

শাফেয়ি রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'প্রতিটি মানুষের প্রিয়জন যেমন আছে, দুশমনও আছে। বিষয়টি যেহেতু নিশ্চিত, তাই একজন মানুষকে থাকতে হবে কেবল আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দাদের সাথে।'

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ

হাসান ইবনে ইমরান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রাহিমাহুল্লাহ জীবনের শেষ হজ আদায়কালে মুযদালিফায় তাকে বলেছিলেন, এই স্থানে সত্তর বারের বেশি উপস্থিত হয়েছি; প্রতিবার আমার কামনা ছিল, 'হে আল্লাহ, এই স্থানের আমার এই অবস্থানকে শেষ অবস্থান করবেন না।' অধিকহারে বারবার চাওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালার কাছে আমার লজ্জা লাগল।'

বর্ণনাকারী বলেন, 'ফিরে যাওয়ার পর এ বছর তিনি ইন্তেকাল করেন।'

আবু সুলাইমান দারানি রাহ.-কে স্বপ্নে দেখা

আহমদ ইবনে আবুল হাওউয়ারি রাহ. বলেন, 'আমার ইচ্ছা জাগল, আবু সুলাইমান দারানি রাহ.-কে স্বপ্নে দেখার। এক বছর পর আমার দেখার সুযোগ হলো। আমি বললাম, 'শিক্ষক মহোদয়, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন?' জবাবে বলেন, 'হে মুহাম্মদ, একবার আমি (দুনিয়ার জীবনে) ঘরের দরজা দিয়ে বের হই। এ সময় রাস্তায় কিছু জিনিস পাই। এগুলো উট থেকে পড়ে যাওয়া জিনিস। সেখান থেকে একটি শলা দিয়ে আমি হয়তো দাঁত খিলাল করেছি অথবা ফেলে দিয়েছি। বিগত এক বছর থেকে এই রাত অবধি আমি এই একটি কাজের হিসাবে আছি।

দ্বীন নিয়ে হাসাহাসি করার পরিণতি

প্রথম ঘটনা

আবু ইয়াহইয়া সাজি রাহ. বলেন, 'আমরা বসরার গলিপথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, একজন মুহাদ্দিসের ঘরে যাবার উদ্দেশে। এ সময় দ্বীন নিয়ে মশকরাকারী এক লোক ছিল। সে বলে উঠল, 'ফেরেশতাদের ডানা থেকে তোমাদের পা উঠিয়ে রাখো। নতুবা তাদের ডানাগুলো তোমরা ভেঙে দেবে। সে অবজ্ঞা করে বলছিল।'

কথাটি শেষ হতে না হতে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। হাফিয আব্দুল হাফিয রাহ. বলেন, 'ঘটনাটি যেমন একদম চাক্ষুষ। কারণ এর বর্ণনাকারীরা হলেন ইমাম ও মনীষী।'

দ্বিতীয় ঘটনা

আবু দাউদ সিজিস্তানি রাহ. বলেন, 'এক ব্যক্তি এমন ছিল, সে নবীজির হাদিসের সাথে অবজ্ঞা করত। নবিজি বলেছেন, 'জ্ঞান সন্ধানীর জন্য ফেরেশতারা তাদের পালক বিছিয়ে দেন। তাদের সন্তুষ্টি লাভের জন্য।'

সে তার পায়ের গোড়ালিতে লোহার স্ক্রু লাগিয়ে রাখল। সে বলল, 'আমি ফেরেশতাদের ডানা পা দিয়ে মাড়াতে চাই।' এরপর তার পা দিয়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়।

ইমাম তাইমি রাহ. সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'এই লোকের হাত পা অচল হয়ে যায়।'

তৃতীয় ঘটনা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঘুম থেকে উঠে কেউ যেন তার হাত না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানে না, রাতে তার হাত কোথায় ছিল।'

এক বেদাতি লোক ছিল। সে হাদিসখানা শুনে ঠাট্টা করে বলল, 'আমি তো জানি আমার হাত কোথায় ছিল।' পরদিন ঘুম থেকে সে দেখে, তার হাত মলদ্বারের ভেতরে ঢোকানো।

ইমাম তাইমি রাহ. বলেন, 'সুন্নাত এবং শরীয়তনির্ধারিত বিষয়াদি নিয়ে তাচ্ছিল্য করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এই দুই লোকের কী করুণ পরিণতি হয়েছে, আমরা

দেখতে পাই।'

ইমাম শাফেয়ি এবং আরও কিছু উলামায়ে কেরাম এ হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, 'ঘুমন্ত ব্যক্তির হাত তার পুরো শরীর দিয়ে ঘুরতে থাকে। উইপোকা, ছারপোকা বা উকুনের রক্তে হাত লাগতে পারে, লজ্জাস্থানেও লাগতে পারে।'

চতুর্থ ঘটনা

অনুরূপ একটা ঘটনা আমাদের যুগে ঘটেছে। অতি নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে আমরা এটি জানতে পেরেছি।

৬৬৫ হিজরির প্রথমার্ধে, বুসরা অঞ্চলের এক যুবক ছিল। আল্লাহওয়ালাদের ব্যাপারে সে খুব বাজে ধারণা রাখত। তবে তার এক ছেলে ছিল, ভালো মানুষের মাঝে সে গণ্য হত। ঐ ছেলে একদিন কোনো এক আল্লাহওয়ালার কাছ থেকে এলো। সাথে একটা মিসওয়াক।

তখন লোকটি তার ছেলেকে বলল, 'তোমার শায়খ কী দিলেন?'

সে বলে, 'এই তো মিসওয়াক।'

এ কথা শুনে সে মিসওয়াকটি তার হাতে নেয়, তাচ্ছিল্য করে এটি মলদ্বারে ঢুকিয়ে দেয়। এ অবস্থায় সে কিছুক্ষণ থাকল। তখন দেখা যায়, তার মলদ্বারে মাছের মত একটা প্রাণী জন্ম লাভ করেছে। এর আঘাতেই সে মারা যায়।

আল্লাহ তায়ালা এ রকম পরীক্ষা থেকে আমাদের রক্ষা করুন। সুন্নাতের পবিত্রতা রক্ষা এবং তার নিদর্শনাবলির সম্মান রক্ষার তাওফিক দান করুন।

আল্লাহ তায়ালার নারাজির লক্ষণ

মারুফ কারখি রাহ. বলেন, 'বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার নারাজির লক্ষণ হলো যে, সে অহেতুক কাজে জড়িয়ে পড়বে।'

ফুযাইল ইবনে ইয়াজ রাহ. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার কাছে জান্নাত কামনা করছ, আবার তার অপছন্দের কাজেও জড়াচ্ছ! নিজের প্রতি স্থূল দৃষ্টিবান মানুষ তোমার চেয়ে আর কাউকে দেখিনি।'

আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্যের নিকটতম রাস্তা

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, 'বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে দাবি করার চেয়ে শক্ত কোনো পর্দা নেই। তার কাছে যাওয়ার সর্বাধিক নিকটতম রাস্তা হলো তার কাছে নিজের দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা পেশ করা।'

আবু ইয়াহইয়া রাহ. বলেন, 'শুবার চেয়ে ইবাদতগুজার কোনো মানুষ আমি দেখিনি। তার দেহের চামড়া একেবারে শুকিয়ে যায়।'

ইমাম শাফেয়ি রাহ. বলেছেন,

ইহ-পরকালের কল্যাণ পাঁচটি অভ্যাসে নিহিত—

- মনের প্রাচুর্য লালন
- কাউকে কষ্ট না দেয়া
- হালাল উপার্জন করা
- তাকওয়ার পোশাক পরা
- সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা

তিনি আরও বলেন, 'পার্থিব মোহে পড়ে প্রবৃত্তির কাছে যার পরাজয় ঘটে, সে দুনিয়ার সৃষ্টির আরাধনায় বাধ্য হয়ে যায়। আর যে লোক অল্পে তুষ্ট থাকে, হীনতা তার কাছে বিলীন হয়ে যায়।'

তিনি বলেন, 'যে চায় যে, আল্লাহ তায়ালা তার অন্তর খুলে দিন, তাকে জ্ঞান দান করুন, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হলো—একাকী থাকা, অল্প খাওয়া, মূর্খদের সঙ্গ ত্যাগ করা এবং ইনসাফহীন অভদ্র জ্ঞান ধারকদের থেকে দূরে থাকা।

উত্তম ভাণ্ডার হলো তাকওয়া, আর ক্ষতিকর ভাণ্ডার হলো বিদ্বেষ।

সেরা কাজ হলো তিনটি : আল্লাহ তায়ালার যিকির, ভাইয়ের প্রতি সহমর্মিতা এবং নিজের কাছ থেকে মানুষের ন্যায়প্রাপ্তিতা।